বাংলাদেশে খাসজমি-জলা

দারিদ্র্য-বৈষম্য বিমোচনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

আবুল বারকাত
শেখ আলী আহমেদ
ফায়সাল এম আহমেদ
মো. সাজ্জাদুল করিম

বাংলাদেশে খাসজমি-জলা:
দারিদ্র্য-বৈষম্য বিমোচনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে খাসজমি-জলা:
দারিদ্র্য-বৈষম্য বিমোচনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

আবুল বারকাত

শেখ আলী আহমেদ

ফয়সাল এম আহমেদ

মো. সাজ্জাদুল করিম

মুক্তবুদ্ধি

প্রকাশনা

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

বাংলাদেশে খাসজমি-জলা: দারিদ্র্য-বৈষম্য বিমোচনের রাজনৈতিক অর্থনীতি

[The Khas Land in Bangladesh: Political Economy of Inequality and Poverty Alleviation]

স্বত্ব © লেখকবৃন্দ

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, মার্চ ২০২৫

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা
বাড়ি নম্বর ৫, রোড নম্বর ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৫৮১৫০৩৮১, মুঠোফোন; ০১৯৭৭-৯৯২২৬৮, ০১৭১৯-৭৩১৫৭০, ০১৭৫৬-১৪২৩১৫
ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com; barkatabul71@gmail.com
ওয়েব: www.mukobuddhi.com

প্রচ্ছদ: মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

ISBN: 978-984-97735-4-2

লেখকবৃন্দ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারীবৃন্দের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি ও রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

নিজেরা করি nijera kori HDRC

মূল্য: ১০০০ টাকা, ইউএস ২০ ডলার, ইউরো ১৮, ব্রিটিশ পাউন্ড ১৫

উদ্ধৃতি সুপারিশ: বারকাত, আবুল; আহমেদ, শেখ আলী; আহমেদ, ফয়সাল এম; এবং করিম, মো. সাজ্জাদুল (২০২৫), *বাংলাদেশে খাসজমি-জলা: দারিদ্র্য-বৈষম্য বিমোচনের রাজনৈতিক অর্থনীতি।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

উৎসর্গ

খাসজমি-জলার উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত
ভূমিহীন কৃষকদের উদ্দেশ্যে—

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা xv
মুখবন্ধ xvii

অধ্যায় ১ ভূমিকা ও গবেষণাপদ্ধতি **১**
১.১ ভূমিকা ১
১.২ গবেষণাপদ্ধতি ৩
১.৩ জরিপকৃত এলাকাসমূহের বৈশিষ্ট্য ৪
১.৪ জরিপকৃত খানাসমূহের বৈশিষ্ট্য ১০

অধ্যায় ২ খাসজমি ও ভূমি সংস্কারের প্রেক্ষাপট **২৩**
২.১ খাসজমি: ধারণা ও উৎসাবলি ২৪
২.১.১ ভূমি কী? ২৪
২.১.২ ভূমির প্রকার ২৫
২.১.৩ খাসজমি ২৬
২.১.৪ খাসজমির ধরন ২৭
২.১.৫ খাসজমির উৎস ২৮
২.২ ভূমিস্বত্বের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় খাসজমি ও খাসজমির বন্দোবস্ত ৩০
২.৩ ভূমিহীন চিহ্নিতকরণ ৩৮

অধ্যায় ৩ খাসজমিসংশ্লিষ্ট আইন ও সংশোধনীসমূহ **৪১**
৩.১ খাসজমির আইনগত ও প্রায়োগিক দিক ৪১
৩.২ খাসজমির আইনি কাঠামো ৪৩
৩.২.১ বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন এন্ড ডিলুভিয়ন রেগুলেশন, আইন ও সংশোধনীসমূহ ৪৫
৩.২.২ দ্য বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট ৪৬
৩.২.৩ দ্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এস্টেটস ম্যানুয়াল ৪৭
৩.২.৪ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ও সংশোধনীসমূহ ৪৮
৩.২.৫ বাংলাদেশ স্টেট অ্যাকুইজিশন এন্ড টেনেন্সি (ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডার ১৯৭২ ৫১
৩.২.৬ বাংলাদেশ ল্যান্ড হোল্ডিং লিমিটেশন অর্ডার, ১৯৭২ ৫২
৩.২.৭ প্রেসিডেন্ট অর্ডার ৬১ (LXI) ৫২
৩.২.৮ ল্যান্ড রিফর্ম একশন প্রোগ্রাম (LRAP) ১৯৮৭ ৫৩
৩.২.৯ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ ৫৪
৩.২.১০ কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭ ৫৪
৩.২.১১ জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ ৫৫
৩.২.১২ ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩ ৫৬

অধ্যায় ৪ খাসজমি-জলার পরিমাণ কত? সরকারি ভাষ্য ও গবেষণায় প্রাপ্ত **৫৯**
৪.১ ভূমিকা ৫৯
৪.২ খাসজমি-জলার পরিসংখ্যান নিয়ে সরকারি ভাষ্য কী বলে? ৬০
৪.৩ খাসজমি-জলার পরিসংখ্যান: আমাদের গবেষণা কী বলে? ৬১

অধ্যায় ৫ খাসজমি-জলার বন্দোবস্তের অবস্থা কেমন? সরকারি ভাষ্য ও গবেষণায় প্রাপ্ত **৭৩**
৫.১ ভূমিকা ৭৩
৫.২ খাসজমি-জলার বন্দোবস্ত-অবন্দোবস্ত অবস্থা: সরকারি ভাষ্য ৭৪
৫.৩ খাসজমি-জলার বন্দোবস্ত-অবন্দোবস্ত অবস্থা: গবেষণায় প্রাপ্ত ৭৪

অধ্যায় ৬ অবণ্টনকৃত (অবন্দোবস্তকৃত) খাসজমি-জলা বণ্টিত হলে বাস্তব চিত্র কেমন হতে পারে? **৮৯**
৬.১ ভূমিকা ৯০
৬.২ অবণ্টনকৃত/অবন্দোবস্তকৃত খাসজমি-জলা কাদের মধ্যে বণ্টন হতে হবে? ৯০
৬.৩ অবণ্টনকৃত/অবন্দোবস্তকৃত খাসজমি-জলা বণ্টন হলে খানাপ্রতি অবস্থাটা কেমন হতে পারে? ৯২

অধ্যায় ৭ খাসজমির বন্দোবস্ত: প্রক্রিয়া-পদ্ধতি **১০৫**
৭.১ খাসজমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া ১০৫
৭.১.১ ভূমিহীন কৃষকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বানের রীতি ১১৩
৭.২ ভূমিহীনদের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থা ১২২
৭.৩ আইন ও প্রায়োগিক প্রতিবন্ধকতা ১২৮
৭.৩.১ আইন ও নীতিমালার সীমাবদ্ধতা ১২৮
৭.৩.২ বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা ১৩১

অধ্যায় ৮ খাসজমির বন্দোবস্ত: প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি **১৩৫**
৮.১ কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে প্রচারণা ১৩৬
৮.২ খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য ভূমিহীনদের তালিকা প্রণয়ন ১৩৭
৮.৩ কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্তির আবেদন ১৪০
৮.৪ তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও নির্বাচিত হওয়া ১৪৩
৮.৫ কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের অবস্থা ১৪৪

অধ্যায় ৯ কৃষি খাসজমি পাওয়া, না-পাওয়া, পেয়ে রক্ষা করতে না পারা, সংশ্লিষ্ট মামলা মোকদ্দমা ও নারীর অবস্থা: জরিপের তথ্যচিত্র **১৫১**
৯.১ ভূমিকা ১৫১
৯.১.১ গ্রামের সব ভূমিহীন খানাই কি খাস কৃষিজমি পেয়েছে? ১৫১
৯.২ কৃষি খাসজমি পাওয়ার পর তা দখলে রাখা, মামলা, বিক্রি-হস্তান্তর প্রসঙ্গে ১৫২
৯.৩ কৃষি খাসজমি পাওয়ার পরে নারীর জীবনের কয়েকটি দিক ১৫৪

অধ্যায় ১০ বন্দোবস্তকৃত খাসজমির অধিকার রক্ষণ ও ভোগান্তি ১৫৭
১০.১ বন্দোবস্ত কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা ১৫৮
১০.২ খাসজমি বন্টনে অর্থনৈতিক লেনদেন ও দুর্নীতি ১৫৯
১০.৩ খাসজমি পাওয়া, না-পাওয়ার কারণ ও ফলাফল ১৬১
১০.৪ খাসজমি বন্দোবস্তের প্রক্রিয়ায় ভোগান্তি ১৬৩
১০.৪.১ বরাদ্দ না-পাওয়াদের ভোগান্তি ১৬৪
১০.৪.২ বন্দোবস্তপ্রাপ্তদের দখল প্রতিষ্ঠায় ভোগান্তি ১৬৪
১০.৫ বন্দোবস্তপ্রাপ্ত খাসজমি অধিকারে রাখার ক্ষমতা-অক্ষমতা ১৬৭
১০.৫.১ দখলপ্রাপ্ত খাসজমিতে অধিকার বজায় রাখতে জটিলতা ১৭১
১০.৬ খাসজমির হস্তান্তর, বিক্রয়, মৃত্যু ও পারিবারিক বিচ্ছেদের পরিণাম ১৭৩
১০.৬.১ খাসজমি বিক্রয় ১৭৩
১০.৭ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাসজমিতে তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীর অধিকার ১৭৫
১০.৮ খাসজমির অধিকারসম্পর্কিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা: অভিযোগ, মামলা ১৭৭
১০.৮.১ অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা ও প্রতিকার প্রাপ্তি ১৭৭
১০.৮.২ মামলার খরচ ও সময় ব্যয় ১৭৯
১০.৮.৩ মামলায় বাধা ও নির্যাতন ১৮০
১০.৮.৪ মামলা না করার কারণ ১৮৩
১০.৮.৫ বরাদ্দকৃত জমি অধিগ্রহণ ১৮৩

অধ্যায় ১১ ভূমিহীদের জীবন-জীবিকায় খাসজমির প্রভাব ১৮৫
১১.১ খাসজমি পাওয়ার পর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ১৮৫
১১.১.১ বন্দোবস্ত পাওয়া খাসজমি হ্রাস পাওয়া ১৮৯

অধ্যায় ১২ খাসজমির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ১৯৩
১২.১ ভূমিকা ১৯৪
১২.২ খাসজমির অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা: ভূমিহীন সংগঠন ও এনজিওদের ভূমিকা ১৯৫
১২.৩ সাঁথিয়া ও রাণীশংকৈল'র অভিজ্ঞতা ও কিছু শিক্ষা ২০৫

অধ্যায় ১৩ দারিদ্র্য বিমোচনে খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদানে করণীয় ২০৯

তথ্যপঞ্জি ২২৯
পরিশিষ্ট ২৩৩
বিষয় নির্দেশিকা ২৯৯

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: জরিপভিত্তিক উপাত্ত সারণিসমূহ ২৩৫
পরিশিষ্ট-২: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণসমূহ ২৪৭
পরিশিষ্ট-৩: এই গ্রন্থসংশ্লিষ্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার-এর গবেষণাদল ২৯৭

বিষয় নির্দেশিকা

সারণি

সারণি ১.১: জরিপকৃত উপজেলাসম্পর্কিত তথ্য (২০২৩) ৪
সারণি ১.২: জরিপকৃত খানার সদস্যদের লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য (%) ১০
সারণি ১.৩: জরিপকৃত খানার সদস্যদের বয়সের বিন্যাস (%) ১১
সারণি ১.৪: জরিপকৃত খানার ৭ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থা (%) ১৩
সারণি ১.৫: জরিপকৃত খানার উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা (%) ১৪
সারণি ১.৬: খানার আয় উপার্জনকারী সদস্য ১৫
সারণি ১.৭: জরিপকৃত খানা সদস্যদের পেশার বিন্যাস (%) ১৬
সারণি ১.৮: খানার মাসিক আয় কাঠামো (টাকায়) ১৭
সারণি ১.৯: উত্তরদাতার বসতভিটার ধরন (%) ১৮
সারণি ১.১০: উত্তরদাতার বসতভিটার ঘরের দেওয়ালের ও ছাদের উপকরণ (%) ১৯
সারণি ১.১১: ব্যবহৃত রান্নার জ্বালানি ও খাবারের পানির উৎস (%) ২০
সারণি ১.১২: খানার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (%) ২০
সারণি ১.১৩: বসতভিটা থেকে নিকটতম বাজারের দূরত্ব ২১
সারণি ১.১৪: যেসব সেবাকেন্দ্র থেকে খানা সদস্যরা সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন ২২
সারণি ৩.১: ভূমিসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য আইন, বিধিমালা ও নীতিমালাসমূহ (কোম্পানি থেকে হাল আমল) ৪৪
সারণি ৪.১: সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী (সরকারি ভাষ্যে) বাংলাদেশে খাসজমি-জলার পরিমাণ (একর), ২০২৩ ৬১
সারণি ৪.২: গবেষণা (জরিপকৃত উপজেলাসমূহে) এলাকায় খাসজমি-জলার পরিমাণ (একর): সরকারি ভাষ্য ও গবেষণায় প্রাপ্ত প্রকৃত অবস্থা, ২০২৩ ৬২
সারণি ৪.৩: বাংলাদেশে খাসজমি-জলার পরিমাণ: সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব (একর), ২০২৩ ৬৩
সারণি ৪.৪: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক মোট কৃষি খাসজমির পরিমাণ; সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৬৩
সারণি ৪.৫: বাংলাদেশে জেলা ও বিভাগভিত্তিক মোট কৃষি খাসজমির পরিমাণ: সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৬৪
সারণি ৪.৬: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক মোট অকৃষি খাসজমির পরিমাণ: সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৬৬

সারণি ৪.৭: জেলা ও বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশে মোট অকৃষি খাষজমির পরিমাণ: সরকরি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৬৭
সারণি ৪.৮: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক মোট খাসজলার পরিমাণ: সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাবে, ২০২৩ ৬৯
সারণি ৪.৯: জেলা ও বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশে মোট খাসজলার পরিমাণ: সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাবে, ২০২৩ ৭০
সারণি ৫.১: বাংলাদেশে খাসজমি-জলার বন্দোবস্ত-অবন্দোবস্ত অবস্থা, ২০২৩ ৭৫
সারণি ৫.২: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক কৃষি খাসজমির পরিমাণ, বন্দোবস্ত ও ভূমিহীন খানার সরকারি তথ্য, ২০২৩ (অর্থবছর ২০২২-২৩) ৭৫
সারণি ৫.৩: বাংলাদেশে জেলা ও বিভাগভিত্তিক কৃষি খাসজমির পরিমাণ, বন্দোবস্ত ও ভূমিহীন খানার সরকারি তথ্য, ২০২৩ (অর্থবছর ২০২২-২৩) ৭৬
সারণি ৫.৪: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক মোট কৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত-অবন্দোবস্ত অবস্থার পরিমাণ (একর): সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৭৯
সারণি ৫.৫: বাংলাদেশে জেলা ও বিভাগভিত্তিক মোট কৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত-অবন্দোবস্তকৃত অবস্থার পরিমাণ (একর): সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৭৯
সারণি ৫.৬: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক অকৃষি খাসজমির পরিমাণ (একর) ও বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তির সরকারি তথ্য, ২০২৩ (অর্থবছর ২০২২-২৩) ৮২
সারণি ৫.৭: বাংলাদেশে জেলা ও বিভাগভিত্তিক অকৃষি খাসজমির পরিমাণ (একর) ও বন্দোবস্ত অবস্থার সরকারি তথ্য, ২০২৩ (অর্থবছর ২০২২-২৩) ৮২
সারণি ৫.৮: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক মোট অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত-অবন্দোবস্ত অবস্থার পরিমাণ (একর): সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৮৫
সারণি ৫.৯: বাংলাদেশে জেলা ও বিভাগভিত্তিক মোট অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত-অবন্দোবস্ত অবস্থার পরিমাণ (একর): সরকারি ভাষ্য ও গবেষকদের হিসাব, ২০২৩ ৮৫
সারণি ৬.১: অবন্দোবস্তকৃত খাসজমি-জলা বন্দোবস্ত দিলে বাস্তব অবস্থা কেমন হতে পারে? ৯৪
সারণি ৬.২: বাংলাদেশে সরকারি হিসাবে ও গবেষণায় প্রাপ্ত হিসাবের মানদণ্ডে, বিভাগভিত্তিক অবন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের খানায় বণ্টিত হলে খানাপ্রতি সম্ভাব্য কৃষি খাসজমির প্রাপ্তির পরিমাণ (শতাংশে) ৯৬
সারণি ৬.৩: বাংলাদেশে সরকারি হিসাবে ও গবেষণায় প্রাপ্ত হিসাবের মানদণ্ডে, জেলা ও বিভাগভিত্তিক অবন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের খানায় বণ্টিত হলে খানাপ্রতি সম্ভাব্য কৃষি খাসজমির প্রাপ্তির পরিমাণ (শতাংশে) ৯৬
সারণি ৬.৪: বাংলাদেশে সরকারি হিসেবে ও গবেষণায় প্রাপ্ত হিসেবের মানদণ্ডে, বিভাগভিত্তিক অবন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি নগর শ্রমজীবী খানায় বণ্টিত হলে খানাপ্রতি সম্ভাব্য অকৃষি খাসজমির প্রাপ্তির পরিমাণ (শতাংশে) ৯৯

সারণি ৬.৫: বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক নগর দরিদ্র—স্বল্পআয়ী বিত্তহীন-দরিদ্র-নিম্নবিত্ত ও নিম্নআয়ী বিত্তহীন-দরিদ্র-নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে অবন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি আবাসনের জন্য বণ্টন ১০০
সারণি ৬.৬: নগর দরিদ্রদের মধ্যে জেলা ও বিভাগভিত্তিক অবন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি আবাসনের জন্য বণ্টন প্রস্তাব ১০২
সারণি ৭.১: কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কার্যক্রমসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ১২৩
সারণি ৭.২: বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির দখল বুঝিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ১২৬
সারণি ৮.১: খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে জানা (উত্তরদাতাদের শতকরা বিন্যাস) ১৩৮
সারণি ৮.২: খাসজমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তির মাধ্যম (উত্তরদাতাদের শতকরা বিন্যাস) ১৩৮
সারণি ৮.৩: খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য ভূমিহীনদের তালিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (%) ১৩৯
সারণি ৮.৪: খাসজমির বন্দোবস্ত প্রদানের আবেদন গ্রহণকারী ব্যক্তি (%) ১৪১
সারণি ৮.৫: আবেদনপত্রে উল্লেখিত খাসজমি পাবার কারণ (%) ১৪২
সারণি ৮.৬: আবেদনপত্রের সংযুক্তিসমূহ (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য) % ১৪৩
সারণি ৮.৭: উত্তরদাতাদের খাসজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্তির সময়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (%) ১৪৫
সারণি ৮.৮: প্রাপ্ত খাসজমির ধরন অনুযায়ী গড় পরিমাণ (শতক) ১৪৫
সারণি ৮.৯: বন্দোবস্ত পাওয়ার আগে থেকে দখল-স্বত্ব (%) ১৪৬
সারণি ৮.১০: বসবাস করার জায়গা থেকে বন্দোবস্ত পাওয়া খাসজমির অবস্থান (%) ১৪৬
সারণি ৮.১১: বন্দোবস্ত পাওয়া জমির দাগ ও অবস্থান (%) ১৪৬
সারণি ৮.১২: একই ধরনের ও পরিমাণে খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার হার % ১৪৭
সারণি ৮.১৩: খাসজমির অসম বণ্টনের কারণ (%) ১৪৭
সারণি ৮.১৪: খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার আগে যেখানে বসবাস করত (%) ১৪৮
সারণি ৮.১৫: খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার আগে যেখানে বসবাস সেখানে কোন শর্তে বসবাস করত (%) ১৪৮
সারণি ৯.১: জরিপে অন্তর্ভুক্ত উপজেলায় ভূমিহীন খানা (যারা খাস কৃষিজমি পাওয়ার যোগ্য), খাসজমি প্রাপ্ত খানা, খাসজমি রক্ষা করতে পারা/ না-পারা খানার সার্বিক চিত্র, ২০২৩ ১৫২
সারণি ৯.২: জরিপে অন্তর্ভুক্ত উপজেলায় ভূমিহীন খানা (যারা খাস কৃষিজমি পাওয়ার যোগ্য), খাসজমি প্রাপ্ত খানা এবং খাসজমি পাওয়ার পরে নারীর অবস্থার সার্বিক চিত্র, ২০২৩ ১৫৫
সারণি ১০.১: খাসজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমে অর্থনৈতিক দুর্নীতি ১৫৯
সারণি ১০.২: জরিপকৃত এলাকায় গড়ে একটি গ্রাম থেকে নির্বাচিত না হওয়া ভূমিহীনের সংখ্যা ১৬২
সারণি ১০.৩: আবেদনকারীদের মতে বন্দোবস্তের আবেদন গ্রহণ না হওয়ার কারণ (%) ১৬৩
সারণি ১০.৪: খাসজমি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তি সাথে দেখা করা (%) ১৬৫
সারণি ১০.৫: কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করা বাবদ জনপ্রতি ব্যয়িত সময় (ঘণ্টা) ১৬৬

সারণি ১০.৬: সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করার সমস্যা % ১৬৬
সারণি ১০.৭: খাসজমির কবুলিয়তের/খতিয়ানের ওপর নিয়ন্ত্রণ (%) ১৬৮
সারণি ১০.৮: খাসজমির কবুলিয়ত/খতিয়ানের ওপর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে (%) ১৬৮
সারণি ১০.৯: খাসজমির ফসলের ওপর নিয়ন্ত্রণ (%) ১৬৯
সারণি ১০.১০: খাসজমির ফসল দখলদার কর্তৃক দাবি করার ভিত্তি (%) ১৬৯
সারণি ১০.১১: খাসজমির নিয়ন্ত্রণ হারানো উত্তরদাতার হার ১৬৯
সারণি ১০.১২: কীভাবে খাসজমির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে (%) ১৭০
সারণি ১০.১৩: উত্তরদাতাদের মতে বন্দোবস্ত পাওয়া খাসজমি গ্রাসকারীর পেশা, পরিচয় ১৭১
সারণি ১০.১৪: খাসজমি বিক্রয় করার কারণ ১৭৪
সারণি ১০.১৫: খাসজমি দখল হারানোর পর গৃহীত পদক্ষেপ (একাধিক উত্তর) ১৭৮
সারণি ১০.১৬: ভূমি গ্রাসকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ১৭৯
সারণি ১০.১৭: থানায় ও আদালতে উপস্থিত হওয়া ও অর্থ ব্যয় ১৮০
সারণি ১০.১৮: দায়ের করা মামলার ফলাফল ১৮০
সারণি ১০.১৯: গ্রাসকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে সহযোগিতা নেওয়া ১৮১
সারণি ১০.২০: গ্রাসকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে কার কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন ১৮১
সারণি ১০.২১: মামলা ছাড়া অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ (হ্যাঁ/না) ১৮২
সারণি ১০.২২: মামলা ছাড়া অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ (একাধিক উত্তর) ১৮২
সারণি ১০.২৩: মামলা করতে প্রাপ্ত সহায়তা ১৮২
সারণি ১১.১: কৃষি খাসজমি পাওয়ার পর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ১৮৬
সারণি ১১.২: কৃষি খাসজমি পাওয়ার পর অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো হওয়ার কারণ ১৮৬
সারণি ১১.৩: কৃষি খাসজমি পাওয়ার পর অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দ হবার কারণ ১৮৭
সারণি ১১.৪: কৃষি খাসজমি পাওয়ার পর অর্থনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকার কারণ ১৮৮
সারণি ১১.৫: বন্দোবস্তপ্রাপ্ত কৃষি খাসজমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া (%) ১৮৯
সারণি ১১.৬: বন্দোবস্তপ্রাপ্ত কৃষি খাসজমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণ (%) ১৮৯
সারণি ১১.৭: খাসজমি পাওয়ার আগে ও পরে খানার সম্পদের পরিমাণ ১৯০
সারণি ১২.১: উত্তরদাতারা এনজিও, সমবায়, কৃষক বা ভূমিহীন সংগঠনের সদস্য কিনা ১৯৮
সারণি ১২.২: এনজিও বা সংগঠন থেকে প্রাপ্ত সহায়তার ধরন (একাধিক উত্তর) ১৯৯

লেখচিত্র

লেখচিত্র ১.১ : জরিপকৃত খানার জনসংখ্যার বয়সের বিন্যাস ১২
লেখচিত্র ১.২: জরিপকৃত খানা প্রধানের বৈবাহিক অবস্থা (%) ১২
লেখচিত্র ১.৩: খানার মাসিক আয়ের বিন্যাস (টাকায়, মোট খানা ৫৪০) ১৭
লেখচিত্র ১.৪: খানার সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পাওয়া (%) ২১
লেখচিত্র ২.১: খাসজমির ধরন ২৮
লেখচিত্র ৭.১: ভূমিহীন পরিবার হিসেবে বিবেচিত হবার শর্ত ১১২

লেখচিত্র ৭.২: খাসজমির আবেদনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পরিবার ১১৩
লেখচিত্র ৮.১: খাসজমির বন্দোবস্ত পেতে নির্বাচিত পরিবারগুলোর মধ্যে ভূমিহীন পরিবার (%) ১৪৪
লেখচিত্র ১০.১: বন্দোবস্ত পাওয়া খাসজমি বিক্রয়ের পরিমাণ (মোট ৩৪ জন) ১৭৫
লেখচিত্র ১০.২: ভূমি গ্রাসকারীদের বিরুদ্ধে কোথায় মামলা দায়ের করেছিল (মোট ১৫ জন) ১৭৯

প্রদর্শ

প্রদর্শ ২.১: ভূমি ২৪
প্রদর্শ ২.২: খাসজমি ও তার উৎসসমূহ ২৬
প্রদর্শ ৩.১: বাস্তুভিটার জন্য খাস ভূমির বন্দোবস্ত, ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩ ৫৬
প্রদর্শ ৩.২: কৃষি ভূমি অর্জনের সীমাবদ্ধতা, ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩ ৫৬
প্রদর্শ ৩.৩: জমির উর্ধ্বসীমা, ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩ ৫৭
প্রদর্শ ৬.১: সরকারি ভাষ্য মোতাবেক ভূমিহীনমুক্ত জেলা, ২০২৩ ৯০
প্রদর্শ ৬.২: সরকারি ভাষ্য মোতাবেক জেলাভিত্তিক ভূমিহীন খানার সংখ্যা, ২০২৩ ৯১
প্রদর্শ ৭.১: কৃষি খাসজমির বন্দোবস্তের জন্য আবেদনপত্রের নমুনা ১১৪
প্রদর্শ ৭.২: আবেদনকারীর তথ্যাবলির সত্যতা ঘোষণা ১১৫
প্রদর্শ ৭.৩: খাসজমির কবুলিয়ত (লিজ চুক্তিপত্র) ১১৭
প্রদর্শ ৭.৪: ভূমিহীনদের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া ১২৫

ম্যাপ ১.১: গবেষণা এলাকা ৩

কৃ ত জ্ঞ তা

খাসজমির বিশেষত কৃষি খাসজমির পরিমাণ, খাসজমির অপব্যবহার-বেদখল এবং ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমির আইনি বন্দোবস্ত প্রদান ও তাদের জীবন-জীবিকায় খাসজমির ভূমিকা নিয়ে গবেষণা খুবই কম। গত দুই দশক আগে এমন এক গবেষণা নিজেরা করি ও এএলআরডি'র উদ্যোগে পরিচালিত হয়েছিল কিন্তু তারপর দীর্ঘসময়ে আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। তাই এই বিষয়ে বিগত দুই দশকের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন থেকে এই গবেষণা।

অতীতে সরকার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন খুব কমই হয়েছে। আর বন্দোবস্ত যেটুকু দেয়া হয়েছে তা-ও ভূমিহীনদের জন্য ধরে রাখা কঠিন। খাসজমি বণ্টন ও ভূমিহীনদের অধিকার নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জগুলো আমরা যারা ভূমিহীনদের নিয়ে কাজ করি— তাদের জানা বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভূমিহীন করে। তারা নতুন চরে, খাসজমিতে বা জবরদখলকারী ভূমিমালিকদের জমিতে বসবাস করতে বাধ্য হয়। সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো গ্রামীণ দরিদ্রদের, বিশেষত যারা কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী— সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অবৈধ ভূমি দখলের শিকার হয়ে তারা জীবিকার উৎস জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ সরকার ভূমিহীন কৃষিজীবীদের খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, খাসজমির চিহ্নিতকরণ ও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, খাসজমির পরিমাণ প্রকৃত পরিমাণের তুলনায় অনেক কম দেখানো হয়। নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে, কারণ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের 'সক্ষম' পুত্র সন্তান না থাকলে জমি বরাদ্দ পাওয়া সম্ভব হয় না। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে জমির উত্তরাধিকার ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। নারীর সম্পদ ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সীমিত অভিগম্যতা, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। আদিবাসীদের ভূমি ও প্রথাগত আইনকানুন তাদের ভূমি হারানোর একটি কারণ। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সীমিত এবং স্থানীয় শাসনকাঠামোয় অভিজাত শ্রেণি আধিপত্য বিস্তার করে। এ সবকিছুই ভূমিহীনদের করে তোলে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর।

অধ্যাপক আবুল বারকাত ও তাঁর সহ-লেখকদের গবেষণাভিত্তিক এই গ্রন্থ খাসজমিতে ভূমিহীনদের অধিকার ও জীবন-জীবিকায় তার অভিঘাত তুলে ধরেছে। এর সাথে উঠে এসেছে সম্ভাব্য করণীয়র বিষয়টিও।

এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা, যথা— খাসজমি ও ভূমিহীনদের অধিকার বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করেছে। বিশেষ করে কৃষি খাসজমির পরিমাণ, এর অপব্যবহার ও বেদখল, ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমির আইনি বন্দোবস্ত প্রদানের চ্যালেঞ্জ এবং এর ফলে জীবন-জীবিকায় প্রভাব— এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু। গত দুই দশক ধরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা খুব একটা হয়ে ওঠেনি। তাই গ্রন্থটি এই শূন্যতা পূরণে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু দেশের নীতিনির্ধারক, ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের অধিকার আদায় ও তা সুরক্ষার কাজে নিবেদিত সব পর্যায়ের উন্নয়ন সহযোগী, খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদানের সাথে জড়িত সরকারি কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে ব্যবহৃত হবে।

আমরা অধ্যাপক আবুল বারকাত এবং তাঁর সহ-লেখকদের এই গবেষণাকর্মের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও গবেষণাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এমন গ্রন্থের জন্ম হতো না। গবেষণাকর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আশা করি— এই গ্রন্থটি দেশের নীতিনির্ধারক, ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের অধিকার আদায়ে কাজ করা সংগঠন এবং খাসজমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। একইসঙ্গে গ্রন্থটি পাঠকদের মনোযোগ পাবে এবং ভূমি সংস্কার ও দরিদ্রদের স্বার্থ রক্ষায় একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মার্চ, ২০২৫

খুশি কবির
চেয়ারপারসন
নিজেরা করি

মু খ ব ন্ধ

এশিয়ায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল। কোষাগার বা রাজস্ব অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ, এবং পরিশেষে পাবলিক ওয়ার্কসের বিভাগ। ... পূর্ব ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে রাজস্ব ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কসটা একেবারেই অবহেলা করেছে।

—কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, প্রবন্ধ: ১৮৫০-১৮৮৮, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭১, মস্কো।

জমি এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধানতম উপায়। জমির উৎপাদিকা শক্তি অফুরন্ত ও অবিনশ্বর। অন্নের জোগান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ বহুদিক থেকে জমি এ দেশের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোর ভিত গঠন করে— তাকে শক্তিশালী করে। একসময় আমাদের দেশে জমির উপর ব্যক্তিমালিকানা ছিল না, ছিল কৃষক ও প্রজাদের বংশানুক্রমিক স্বত্ব। এ দেশের ভূমি-মালিকানার ঐতিহাসিক গতিপথজুড়ে কৃষকদের অধিকার ও মর্যাদা উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে, স্মরণাতীতকাল থেকে, জমিতে ন্যূনতম ব্যক্তিগত মালিকানাসহ প্রধানত গোষ্ঠীর মালিকানা ছিল, যা গোষ্ঠীপ্রধান বা রাজাদের তত্ত্বাবধানে ছিল। পরিবর্তিত সমাজ স্থায়ী কৃষির দিকে অগ্রসর হয়েছিল, জমির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাথমিক পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল, যদিও তখনো রাজ্য বা স্থানীয় শাসকদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। (ক্রমে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সূচনার সাথে যুক্ত জমির মালিকানাকে আরও স্তরবিন্যাস করে, এক শ্রেণির বড় জমিদারদের পরিচয় করিয়ে দেয়— যাদের অধীনে কৃষকরা মূলত প্রজাস্বত্ব ভোগ করত।)

ইসলামি সালতানাতের আগমন এবং মুঘল যুগ ভূমির মালিকানা ও কর আদায়ে আমূল পরিবর্তন আনে। রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করে জমিদারদের মাধ্যমে সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতাকে কর-খাজনা প্রদানকারী কৃষকদের প্রজাস্বত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। জমিদাররা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়, যারা জমির মালিকানা ছাড়াই কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করত। ক্রমে এই ব্যবস্থাটি এ দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপ নেয়, যা জমিদারদের জমির 'মালিক' করে এবং কৃষকদের ন্যূনতম অধিকার দিয়ে প্রজায় পরিণত করে। এতে করে, উচ্চ খাজনা এবং নির্বিচারে উচ্ছেদের ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠা পায় ভূমিভিত্তিক শোষণব্যবস্থা—সহজভাবে বলা যায় যেখানে থাকবে স্বল্পসংখ্যক ভূমিমালিক-ভূস্বামী (Landlord) আর তার অধীনে অনেকসংখ্যক কৃষক, যারা ভূস্বামীর জমি চাষ করবেন (যাদের বলা হয় ভূমিদাস বা সার্ফ)। কৃষক-প্রজা ভূমিদাস হিসেবে খাওয়াপরাসহ ট্যাক্স (কর) দেবার বিনিময়ে ভূস্বামীর জমি চাষ করবেন এবং থাকবেন ভূস্বামীর কর্তৃত্বে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পরাধীন সত্তা হয়ে। জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহের বিনিময়ে ভূমিদাস ভূস্বামীকে ভূমি খাজনা (Land rent) রূপে ট্যাক্স (বা কর) দেবেন, প্রয়োজনে হাতি-খাজনা থেকে শুরু করে যত ধরনের নজরানা সবই দেবেন (বারকাত, ২০২০)।

এই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের কৃষকরা যখন ক্রমাগত নিঃস্ব হয়ে মজুরি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন, তখন সরকার বিশেষত উপনিবেশ-উত্তর সকল সরকার জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন— বিশেষত খাসজমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদানের অঙ্গীকার পালনে।

গ্রামের কৃষি ও অকৃষি কর্মে নিয়োজিত দরিদ্র অধিবাসী যাদের কোনো জমি নেই অথবা যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের কম তারাই ভূমিহীন। উত্তরাধিকারসূত্র ও জন্মসূত্র ছাড়াও প্রধানত, দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়, ক্ষমতাকাঠামোর উপরিভাগের দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা জমি জবরদখল, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি ইত্যাদির কারণে দরিদ্র মানুষ ভূমিহীনে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (২০০৮)-এর হিসেবে দেশের ৪.৫ মিলিয়ন মানুষ পরম অর্থে ভূমিহীন— তাদের কোনো জমি নেই। ভূমিহীনতা—বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষিজীবীদের—জীবন-জীবিকার উপায় থেকে বঞ্চিত করে, চরম দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে রেখে তাদের বিচ্ছিন্ন মানুষে পরিণত করে— যা তাদের ওপর জুলুম নির্যাতন, লুণ্ঠন, অবদমিত করে রাখে ও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দারিদ্র্য সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে, অনাকাঙ্ক্ষিত অভিবাসনে বাধ্য করে। সর্বোপরি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

উল্লিখিত পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে ভূমিহীন পরিবারে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের উদ্যোগ নেয়। বারকাত (২০০১) অনুযায়ী, নীতিমালা প্রণয়নপরবর্তীকালে মোট বণ্টিত কৃষি খাসজমির পরিমাণ ৪,৫৪,০৮০ একর— যা ছিল মোট খাসজমির ৫৬.৫৩ শতাংশ।

সিকস্তি, পয়স্তিসহ সরকারের নামে রেকর্ডকৃত সকল জমিই খাসজমি। খাসজমির প্রকৃত পরিমাণ কত তা নিশ্চিত করে বলা একটি কঠিন কাজ। তবে বারকাত ও অন্যান্যদের (২০০১) গবেষণায় আমরা জেনেছিলাম দেশে মোট খাসজমির পরিমাণ ৩.৩ মিলিয়ন একর— এর মধ্যে ০.৮ মিলিয়ন একর ছিল কৃষি খাসজমি, ১.৭ মিলিয়ন একর অকৃষি খাসজমি এবং অবশিষ্ট ০.৮ মিলিয়ন একর খাস জলাভূমি। ইতিমধ্যে দুই দশকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। খাসজমির খতিয়ানেও পরিবর্তন এসেছে।

খাসজমিসংক্রান্ত সরকারি তথ্য একটি ধাঁধা— বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তথ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গবেষণাদলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিত গত ২০ নভেম্বর ২০২৩-এ প্রদত্ত খাসজমিসংক্রান্ত সরকারি তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে মোট খাসজমির পরিমাণ প্রায় ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার একর। এর মধ্যে কৃষি খাসজমি ২২ লক্ষ ৭০ হাজার একর এবং অকৃষি খাসজমি ৮ লক্ষ ১৫ হাজার একর। এ ছাড়াও দেশে সরকারি হিসাবে মোট খাসজলার পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার একর। এ বিষয়ে গবেণষাদলের অনুসন্ধানে প্রকৃত খাসজমির পরিমাণ আরও বেশি পাওয়া যায় (এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ৪-এ দেয়া আছে)।

খাসজমির বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি জটিল। হয়রানি, বরাদ্দযোগ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দস্তাবেজ সংগ্রহ, যাচাইকরণ, ঘুষ-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক প্রভাব, আইনি ও মামলাসংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ভূমিহীনের পক্ষে খাসজমির বরাদ্দ পাওয়া কঠিন। এ ছাড়াও পরিমাণ ও গুণগত মানসম্পন্ন ভূমি, সেচ-সুবিধা, ভূমিসংশ্লিষ্ট আইনি জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, উচ্ছেদ ও হস্তান্তরে বাধ্য করা ইত্যাদি কারণে বরাদ্দ পাওয়া এবং তা বজায় রাখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আয়াসসাধ্য বিষয় নয়। এ-সংশ্লিষ্ট এক গবেষণায় (বারকাত, ২০০১) জানা যায়, গবেষণার সময়কালে খাসজমির বন্দোবস্ত পাওয়া পরিবারের মধ্যে ৫৬ শতাংশ তাদের বরাদ্দপ্রাপ্ত জমির অধিকার স্থানীয় প্রভাবশালীদের কারণে ধরে রাখতে পারেনি— যা কিনা তাদের জীবন-জীবিকার অন্যতম উপায় ছিল।

অতীতে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক অংশ, ভূমিহীন ও ভূমিহীন দরিদ্র কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বিতরণের জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতিগুলির বেশির ভাগই অস্পষ্ট ছিল এবং খুব কমই বাস্তবায়ন হয়েছিল। বিশ্লেষক ও গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে; শুধু তা-ই নয়, কৃষি খাসজমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনায় সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথে জড়িত থাকার পাশাপাশি আইনের শাসনের চরম অনুপস্থিতির ফলে দুর্নীতি হচ্ছে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। নারীসহ ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বণ্টনের গতি ধীর এবং নানা ধরনের কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে খাসজমি পুনরুদ্ধারের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। বিদ্যমান ভূমি আইনগুলো ভূমিহীন কৃষক এবং ভূমি-দরিদ্রদের খাসজমি রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। এই আইনগুলো প্রকৃতপক্ষে পরস্পরবিরোধী।

এ প্রেক্ষাপটে এসব পরিবর্তন এবং খাসজমি বণ্টন, ভূমিহীনদের তা বন্দোবস্ত প্রদান ও তাদের তা অধিকারে রাখার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান—তা বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। প্রায় দুই দশক আগে এই বিষয়ে একটি গবেষণা (বারকাত, ২০০১) পরিচালিত হয়েছিল। তাই এই বিষয়ে বিগত দুই দশকের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন থেকেই এই গবেষণা।

ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত

জমির ভূমিকা বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ জীবনে অপরিসীম। জমি হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের মূল উপাদান। ভূমির উপর কৃষকের একধরনের মালিকানাস্বত্ব থাকলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সৃষ্ট জমিদারী প্রথা ভূমির মালিকানাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রথা কৃষকদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলে—বহু কৃষক ক্রমান্বয়ে ভূমির অধিকার হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হন। ভূমিহীনদের খাসজমি বন্দোবস্ত দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার 'খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা' প্রণয়ন করে। এমন উদ্যোগ প্রকৃত ভূমিহীনদের জীবনযাত্রায় উন্নতি বয়ে আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তবে বিভিন্ন কারণে—যেমন হয়রানি, ঘুষ, দুর্নীতি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ এই নীতিমালার পূর্ণ কার্যকারিতা ব্যাহত হয়েছে। বন্দোবস্তপ্রাপ্ত খাসজমি অনেক সময়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অবৈধভাবে দখল করে নেয়। খাসজমির বন্দোবস্ত না পাওয়া, পেয়েও মালিকানা ধরে রাখতে না পারা এবং বিভিন্নভাবে দখল হারানো ইত্যাদি ভূমিহীনদের কাঙ্ক্ষিত জীবনমান উন্নয়নে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা।

সাম্প্রতিক সময়ে খাসজমির সঠিক পরিমাণ নিরূপণ ও ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের নীতিমালায় পরিবর্তন আনার দাবি উঠেছে। দাবির মধ্যে রয়েছে—সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সহজলভ্য করা, ভূমি বন্দোবস্তের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সহজ করা, অবৈধ দখল থেকে খাসজমি উদ্ধারের জন্য কার্যকর বিধান প্রণয়ন ইত্যাদি। দাবিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন ভূমিহীনদের জীবনমানের উন্নয়ন ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

নিজেরা করি
nijera kori
HDRC

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

৳ 1000 BDT
$ 20 US
€ 18 EU
£ 15 UK

ISBN 978-984-97735-4-2
9 789849 773542